দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

ঝিনাইদহে ভেটেরিনারি কলেজ ও ম্যাটসে নেই নিজস্ব শিক্ষক!

প্রকাশ : ১৯ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ঝিনাইদহ : ঝিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ –ইত্তেফাক

□jvভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি

শিক্ষক ও লোকবল নিয়োগ না হওয়ায় ঝিনাইদহে দুই সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ ও মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস)।

প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের আওতায় চুয়াডাঙ্গা সড়কের হলিধানী এলাকায় ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা হয়। মোট ব্যয় হয় প্রায় ৬০ কোটি টাকা। প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু করে। প্রথম ব্যাচে ৫২ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়। প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের ডেপুটেশনে পাঠিয়ে ৬ বছর ধরে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হচ্ছে। জানা যায়, ১৮ জন কর্মকর্তা শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

সরকারি ভেটেরিনারি কলেজের অধ্যক্ষ ড. অমলেন্দু ঘোষ জানান, তিনিও ডেপুটেশনে এসে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন। কলেজটিতে ৫২ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হয়। অন্যান্য অফিস স্টাফ ও কর্মচারি মিলিয়ে ১০৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্যে ৪ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। দুই জন চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। বর্তমানে ৬টি ব্যাচে ৩৬০ জন শিক্ষার্থী পড়াশুনা করছে। দুইটি ব্যাচের সমাপনী পরীক্ষা দিয়ে বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একটি ব্যাচও বের হয়নি। মাঝে মধ্যেই শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে থাকেন। ৯ মাস পরীক্ষা ও ক্লাশ হয় না। প্রতিষ্ঠানটি যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় ছিল। হঠাত্ করে শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিন ন্যস্ত করা হয়। এ নিয়ে ফের জটিলতা সৃষ্টি হয়।

কলেজ অধ্যক্ষ ড. অমলেন্দু ঘোষ জানান, সংকট কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করা হচ্ছে। শিক্ষক ও অন্য লোকবল নিয়োগ দেওয়ার জন্য অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, মেডিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) প্রায় ১১ কোটি টাকা ব্যয়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নির্মাণ করা হয়। ২০১০ সালে অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রতি বছর ৫২ জন করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। কোনো শিক্ষক বা অন্য লোকবল নিয়োগ হয়নি এখনো। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এক জন উপপরিচালক ও দুই জন সহকারি পরিচালককে ডেপুটেশনে পাঠায়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। এটা একবারেই অসম্ভব ব্যাপার। অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করছেন উপ পরিচালক ডা. রেজা সেকেন্দার।

তিনি জানান, ২২ জন ডাক্তারসহ (শিক্ষক) ১০৪টি পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু কোনো শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ৩ বছর মেয়াদি এ কোর্স পাশ করার পর উপসহকারী মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে তারা সরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়োগ পেয়ে থাকেন। অধ্যক্ষ জানান, শিক্ষক ও লোকবল নিয়োগের জন্য বারবার চিঠি দেওয়া হচ্ছে। কোনো কাজ হচ্ছে না। ম্যাটসে মোট ৭টি ভবন আছে। তার মধ্যে ৬টি ভবন নিয়ে ঝিনাইদহ ল্যাব ক্যাম্পের কাজ চলছে।

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।